এ. সি.এম:-৮০০/২০১৮

আদেশ দানের তারিখ:- ইংরাজী ২৬.০২.২০১৯.

দরখাস্তকারিনী এবং অপর পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন |

অদ্য মামলাটির অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তের আদেশ দানের জন্য দিন ধার্য আছে |

তদনুসারে মামলার নথিটি আদেশ দানের জন্য গ্রহন করা হইল |

দরখাস্তকারিনীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্ত এবং নথিভুক্ত দস্তাবেজাদি দেখা হইল |

বিবেচনা করা হইল |

দরখাস্তকারিনীর দাখিলী অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তের বক্তব্য হইল যে, তিনি অপরপক্ষের স্ত্রী এবং ইংরাজী ১৯.০৪.১৯৯৬. তারিখে তাহার সহিত অপরপক্ষের হিন্দু শাস্ত্রের রীতি ও বিধান মোতাবেক বিবাহ হয় | বিবাহের পরে দরখাস্তকারিনী তাহার শ্বশুড় বাড়ীতে ৭ দিন ছিলেন এবং তাহার পরে পক্ষগণ বিভিন্ন ভাড়াবাড়ীতে সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর বাস করিয়াছিলেন |

পক্ষগণের পরিণয় সুত্রে ইংরাজী ১৩.০১.১৯৯৭. তারিখে এবং ইংরাজী ২৬.১১.১৯৯৯. তারিখে দুইটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করে | বিভিন্ন বাড়ীতে ভাড়া থাকিবার সময় দরখাস্তকারিনী তাহার নিজের সন্চিত অর্থ দ্বারা একটি জমি ক্রয় করিয়াছিলেন ; এব পরবর্তীকালে

তাহার স্বামীর ব্যবসার জন্য তিনি উক্ত জমিটি ৯,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহার মধ্যে ৮,০০,০০০ টাকা তাহার স্বামীকে দিয়াছিলেন | তৎকালীন সময় অপরপক্ষের পরিবহন ব্যবসা এবং একটি ফাষ্ট ফুডের দোকান ছিল ; কিন্তু অর্থের অপচয়ের জন্য তিনি পরিবহনের ব্যবসাটি চালাইতে পারেন নাই | পরবর্তীকালে দরখাস্তকারিনী তাহার নিজের অর্থে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি ক্রয় পুর্বক পাকা বাড়ী নির্মান করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন | অপরপক্ষ অধিকাংশ দিনই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া দরখাস্তকারিনী এবং তাহার পুত্রদের নিগ্রহ করিতেন | ইংরাজী ৩০.০৬.২০১৮. এবং ইংরাজী ০১.০৭.২০১৮. তারিখে অপরপক্ষ দরখাস্তকারিনীকে নির্মম ভাবে প্রহার করিয়াছেন | অপরপক্ষের এই রূপ অত্যাচারের ফলে দরখাস্তকারিনীকে হাসপাতালে চিকিৎসা করিতে হয় | দরখাস্তকারিনী পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছিলেন | অপরপক্ষ কান্চন মন্ডল নামীয় একজন বিধবা মহিলার সহিত বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ |

অপরপক্ষের একটি ফাষ্ট ফুডের দোকান আছে এবং সেই সুত্রে তিনি মাসে ৫০,০০০ টাকা আয় করেন ; ইহা ব্যতিরেকে তিনি দালালী সুত্রেও আয় করেন – এবং তাহার সর্বমোট মাসিক আয় ৭০,০০০ টাকা হইতে ৭৫,০০০ টাকা |

দরখাস্তকারিনী মাসে ১৫-২০ দিন আয়ার কাজ করিয়া মাসে ৪,০০০ টাকা আয় করেন | দরখাস্তকারিনীর দুইটি বিদ্যালয়ে পাঠরত পুত্র আছে |

এমতাবস্থায় দরখাস্তকারিনী প্রতিমাসে তাহার নিজের জন্য এবং তাহার দুইজন পুত্র সন্তানের জন্য প্রতিমাসে ২৫,০০০ টাকা করিয়া অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ হিসাবে প্রদানের আদেশ দানের জন্য মাননীয় আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন |

বর্তমান মামলার অপরপক্ষ দরখাস্তকারিনীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তের বিরূদ্ধে লিখিত আপত্তি দিয়াছেন |

অপরপক্ষ তাহার দাখিলী লিখিত আপত্তিতে দরখাস্তকারিনীর সহিত তাহার বিবাহ এবং সন্তানগণের পিতৃত্বের বিষয়টি ব্যতিরেকে দরখাস্তকারিনী কর্তৃক তাহার বিরূদ্ধে আনীত সমূহ অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন |

অপরপক্ষ বলিয়াছেন যে , তিনি কদাপি দরখাস্তকারিনী কিংবা

তাহার সন্তানদের কোনোরূপ অবহেলা করেন নাই কিংবা দরখাস্তকারিনীকে কোনোরূপ শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার করেন নাই | অপরপক্ষ ঋণ গ্রহন করিয়া ৪ কাঠা জমি ক্রয় করেন ; কিন্তু দরখাস্তকারিনী ৯,০০,০০০ টাকায় উক্ত জমিটি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ আত্মস্যাৎ করেন – এবং দরখাস্তকারিনী অপরপক্ষকে ৮,০০,০০০ টাকা প্রদান করেন নাই | অপরপক্ষের গোপালনগর মোড়ে একটি ফাষ্টফুডের দোকান আছে ; এবং তাহার কোনো পরিবহনের ব্যবসা বা অন্য কোনো ব্যবসা নাই | নাই | অপরপক্ষ কাহারও সহিত বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ নহেন | দরখাস্তকারিনীর অত্যাচারে অপরপক্ষ নিজের বাড়ী পরিত্যগ করিয়া ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন |
তাহার স্ত্রী-র নামে হরিদেবপুরে একটি জমি ক্রয় করিয়াছেন | রিয়া আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন |

অপরপক্ষের গোপাল নগরে একটি ফাষ্ট ফুডের দোকান আছে এবং সেই সুত্রে তিনি মাসে ১০,০০০ টাকা আয় করেন |

এমতাবস্থায় অপরপক্ষ দরখাস্তকারিনীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তটি খারিজ করিবার জন্য আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন |

এ. সি.এম:-৮০০/২০১৮

(৫)

বর্তমান মামলায় পক্ষগণের বিবাহ এবং সন্তানের পিতৃত্বের বিষয়টি স্বীকৃত |

অত্র মামলায় দরখাস্তকারিনীর বক্তব্য হইল যে , অপরপক্ষের একটি ফাষ্ট ফুডের দোকান এবং অন্য সুত্রে মাসে ৭০,০০০ টাকা হইতে ৭৫,০০০ টাকা উপার্জন করেন ; কিন্তু দরখাস্তকারিনী তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে অপরপক্ষের আয় সংক্রান্ত কোনো দস্তাবেজাদি আদালতের সমক্ষে দাখিল করেন নাই |

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারা একটি সামাজিক আইন, যাহা সমাজের দুর্বল শ্রেনীর প্রতিভু যথা শিশু , বৃদ্ধ-বৃদ্ধা , এবং নারীদের আর্থসামাজিক অবক্ষয় এবং গৃহহীনতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রনেতা গণ সংবিধান অনুসারে প্রনয়ন করিয়াছিলেন |

এই আইনে এই রূপ নির্দেশিত আছে যে , - কোনো স্ত্রী , সন্তান, বা পিতামাতা যাহারা নিজেদের ভরণপোষণ করিতে সক্ষম নহেন তাহারা তাহাদের স্বামী , পিতামাতা বা সন্তানের নিকট হইতে খোরপোষ পাইতে হকদার |

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বর্তমান মামলায় উভয় পক্ষ তাহাদের দাখিলী নিজ নিজ দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রতি অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন – কিন্তু পক্ষগনের সাক্ষ্য গ্রহন ব্যতিরেকে মামলার কার্যবাহের অন্তরবর্তীকালীন পর্যায়ে উক্ত বিষয় কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে | অবহেলা ও অত্যাচারের বিষয়টি ও সাক্ষ্য গ্রহন ব্যাতিরেকে প্রমান করা যাইবেনা |

অত্র মামলায় দরখাস্তকারিনী তাহার নিজের জন্য এবং তাহার দুই জন পুত্র সন্তানের জন্য অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ প্রদানের আদেশ দানের জন্য মাননীয় আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন |

বর্তমান মামলায় দরখাস্তকারিনী তাহার দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তের ৫ নং অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন যে , তাহার একজন পুত্র ইংরাজী ১৩.০১.১৯৯৭. তারিখে জন্মগ্রহন করিয়াছে ; এবং অপর পুত্র ইংরাজী ২৬.১১.১৯৯৯. তারিখে জন্মগ্রহন করিয়াছে |

অর্থাৎ দরখাস্তকারিনীর উভয় পুত্রই ১৯ বৎসর বয়ক্রম অতিক্রান্ত

করিয়াছে |

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধানের উপধারা (খ)-তে ইহা নির্দেশিত রহিয়াছে যে, পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তাহার বৈধ বা অবৈধ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু সন্তান - সে বিবাহিত হউক বা না হউক , যে নিজের রক্ষনাবেক্ষণ করিতে অক্ষম তাহাকে খোরপোষ দিতে আইনত: বাধ্য |

Indian Majority Act -এর বিধানে নির্দেশিত রহিয়াছে ১৮ বৎসর বয়ক্রম অতিক্রান্ত একজন ব্যক্তি সাবালক হিসাবে পরিগণিত হইবেন |

বর্তমান মামলায় ইহা সুনির্দিষ্ট রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে , দরখাস্তকারিনীর উভয় সন্তানের বয়স ১৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে - সুতরাং Indian Majority Ac-এর বিধান অনুসারে তাহারা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন |

তদনুসারে , যেহেতু বর্তমান মামলার দরখাস্তকারিনীর উভয় সন্তান সাবালক হইয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তাহারা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের

১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অপরপক্ষের নিকট হইতে খোরপোষ পাইতে হকদার নহেন |

বর্তমান মামলার দরখাস্তকারিনী যে বর্তমানে শ্বশুড় বাড়ীতে থাকিতেছেন না সেই বিষয়টি স্বীকৃত |

এমতাবস্থায় উপরোক্ত আলোচনা এবং বর্তমান মামলার দরখাস্তকারিনীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্ত, অপরপক্ষ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তের বিরূদ্ধে দাখিলী লিখিত আপত্তি, মামলার নথিভুক্ত দস্তাবেজাদি এবং মামলার কার্যবাহের অন্তরবর্তীকালীন পর্যায়ে দরখাস্তকারিনীর আর্থিক সংস্থানের আশু প্রয়োজনীয়তা (Urgency) এবং আর্থিক দুস্থতা (Vagrancy) বিবেচণা পুর্বক অত্র আদালত আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ অভিমত পোষণ করিতেছেন যে, অপরপক্ষকে মামলা চলাকালীন সময় দরখাস্তকারিনীকে প্রতিমাসে ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা করিয়া অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ প্রদানের আদেশ দান করাই সঠিক ও যথাযথ হইবে |

অতএব, মামলার বিবদমান পক্ষগণের দাখিলী দরখাস্ত, লিখিত

এ. সি.এম:-৮০০/২০১৮

(৯)

আপত্তি , মামলার নথি এবং সমস্ত দিক বিবেচণা পুর্বক বিশ্লেষণ পুর্বক দরখাস্তকারিনীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তটি প্রতিদ্বন্দিতা অন্তে নিম্নোক্ত রূপে নিষ্পত্তি করা হইল |

অতএব ,

অতএব ,

আদেশ

হইল যে , বর্তমান মামলার দরখাস্তকারিনীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষের দরখাস্তটি আংশিক রূপে মন্জুর করা হইল |

মামলার কার্যবাহের অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে দরখাস্তকারিনীর সন্তানগণের অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ সংক্রান্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হইল ; এবং দরখাস্তকারিনীর জন্য অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষের প্রার্থনা নিম্নোক্ত রূপে মন্জুর করা হইল |

অপরপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, তিনি প্রতিমাসে দরখাস্তকারিনীর ভরনপোষণের জন্য ১০,০০০ (দশ হজার) টাকা

করিয়া অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ দরখাস্তকারিনীকে অথবা Judicial Cash - এ যাহা প্রযোজ্য হইবে তদনুসারে প্রদান করিবেন |

অপরপক্ষকে আরো নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, তিনি প্রতি চলতি মাসের দরখাস্তকারিনীর অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোষ বাবদ তাহার প্রদেয় ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা প্রতি পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে অবশ্যই দরখাস্তকারিনীকে অথবা Judicial Cash -এ যাহা প্রযোজ্য হইবে তদনুসারে প্রদান করিবেন |

অপরপক্ষ কোনো মাসের খোরপোষের অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারিনী আইন মোতাবেক জারী মামলা দাখিল করিয়া অপরপক্ষের নিকট হইতে তাহার সন্তানের অন্তরবর্তীকালীন খোরপোষ বাবদ তাহার প্রাপ্য সমস্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন |

অত্র আদেশটি মামলা দাখিলের তারিখ হইতে বলবৎ করা হইল

ইংরাজী ১৩.০৫. ২০১৯. তারিখ দরখাস্তকারিনীর সাক্ষ্যের জন্য তারিখ ধার্য করা হইল |

এ. সি.এম:-৮০০/২০১৮

(১১)

অত্র আদেশের একটি প্রতিলিপি দরখাস্তকারিনীকে মুল্য ব্যতিরেকে(Free of Cost) প্রদান করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল |

আদালতের আদেশানুসারে লিখিত ও সংশোধিত

অভিজিত ঘোষ
অতিরিক্তমূখ্যবিচারবিভাগীয়বিচারক
আলিপুর

অভিজিত ঘোষ
অতিরিক্তমূখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারক
আলিপুর